(১৭) পঞ্চাঙ্গমন্ত্র—

আচার্য কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১১শ প্রকরণে "মন্ত্রাধিকারঃ" শীর্ষক আলোচনায় পঞ্চাঙ্গ মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে যে, মন্ত্র পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট অর্থাৎ মন্ত্রের অঙ্গ পাঁচটি, যথা (১) কার্যের আরম্ভ করার উপায়, অর্থাৎ স্বরাজ্যে দুর্গাদি নির্মাণ বিষয়ে এবং পররাজ্যে সন্ধি বিগ্রহাদি

Scanned with CamScanner

ও দূতাদি প্রেরণ বিষয়ে। (২) পুরুষ বা কার্যকুশল লোকজন ও রত্নসুবর্ণাদি দ্রব্যসম্পত্তি। (৩) দেশ ও কালের বিভাগ অর্থাৎ কার্যনিষ্পাদনের উপযোগী দেশ ও কালের বিভাগ বিচার। (৪) কার্যমধ্যে বিঘ্নাদি উপস্থিত হলে তার প্রতীকার বা প্রশমনের চিন্তা, এবং (৫) কার্যসিদ্ধিবিষয়ক বিবেচনা, অর্থাৎ কার্যের ফলে ক্ষয়, স্থান বা বৃদ্ধির কোনটা ঘটবে তার চিন্তা। "কর্মণাম্ আরম্ভোপায়ঃ, পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, দেশকালবিভাগঃ, বিনিপাতপ্রতীকারঃ, কার্যসিদ্ধিরিতি পঞ্চঙ্গো মন্ত্রঃ"। (মন্ত্রাধিকারঃ)।

Scanned with CamScanner

(২৩) দন্ডনীতি—

ভারতীয় শাস্ত্রে অতি বিস্তৃত অর্থে "দন্ডনীতি" শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এক কথায় সর্ববিধ ব্যবহার যার দ্বারা নিয়মিত হয়ে থাকে তাকেই দন্ড বলা হয়। দন্ড ব্যতীত কোন ব্যবস্থাই সম্ভাবিত হতে পারে না। যে স্থলে দন্ড শিথিল সেস্থলেই দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করে। যার প্রভাবে এজগৎ পুরুষার্থলাভে সমর্থ হয়ে থাকে তাকেই দন্ড বলে। দন্ডের দ্বারা জগৎ পুরুষার্থে নীয়মান হয় বলে একে দন্ডনীতি বলে। অথবা যে নীতির দ্বারা দন্ড প্রণীত হয়ে থাকে দন্ডনীতি বলে। দন্ডনীতি ও অর্থশাস্ত্র শব্দ দুটি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ভগবান্ কৌটিল্য দন্ডনীতিকে অর্থশাস্ত্র নামে ব্যবহার করেছেন। কৌটিল্য বলেছেন, "পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবন্ত্যর্থশাস্ত্রাণি পূর্বাচার্যৈঃ প্রস্থাপিতানি" ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবীর লাভের জন্য এবং পালনের জন্য যে সমস্ত অর্থশাস্ত্র পূর্বাচার্যগণ প্রণয়ন করেছিলেন, প্রায়শঃ যে সমস্ত শাস্ত্রই সংকলন করে এই একটি অর্থশাস্ত্র প্রণীত হল। আবার, বিদ্যা সমুদ্দেশ প্রকরণে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দন্ডনীতি— এই চারটি বিদ্যা বলেছেন। তাতে বুঝতে পারা যায় যে, কৌটিল্য দন্ডনীতিকেই অর্থশাস্ত্র নামে ব্যবহার করেছেন। দন্ডনীতিকে অর্থশাস্ত্র কেন বলা হয়? অর্থশাস্ত্রের পঞ্চদশ অধিকরণে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন,

Scanned with CamScanner

"মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ।
তস্যাঃ পৃথিব্যাঃ লাভপালনোপায়ঃ শাস্ত্রমর্থশাস্ত্রমিতি"।

বৃত্তিস্থিতি প্রভৃতির মনুষ্যের মুখ্য অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন। মনুষ্যের স্থিতির দ্বারা মনুষ্যের আধারভূত পৃথিবীকেই অর্থ শব্দের লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়েছে। এজন্য এস্থলে মনুষ্যবতী পৃথিবী-অর্থ শব্দের অর্থ। আর অর্থশাস্ত্র বলতে মনুষ্যবতী পৃথিবীতে স্থিত মনুষ্যগণের বৃত্তির বা স্থিতির প্রতিপাদক শাস্ত্রই বোঝায়। মনুষ্যগণের নিরুদ্বেগে পৃথিবীতে অবস্থিতি ও বিবৃদ্ধির জন্য সমস্ত ব্যবস্থা যে শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে তাকে অর্থশাস্ত্র বলে।

বেদ থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের যে কোন গ্রন্থেই এ দন্ডনীতির আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। দন্ডনীতি উপেক্ষাতে বেদের উচ্ছেদ, সমস্ত বিবৃদ্ধ ধর্মের বিনাশ এবং সমস্ত আশ্রম ধর্মের উচ্ছেদ হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner